তারিখ ... 12.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... 3 কলাম 3 ...

ইত্তেফাক

120

শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার বিবরণের অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদান করা হইল।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুর্ণগঠন সম্পর্কে মতামত যাচাইয়ের জন্য এক প্রশ্নমালা প্রস্তুত করিয়াছে।

এই প্রশ্নমালা মুদ্রিত আকারে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। দেশের সকল বিভাগ, জেলা থানা ও মহকুমার শিক্ষা অফিসে এই প্রশ্নমালা পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও আগ্রহী ব্যক্তিরা মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এণ্ড রিসার্চ (নিয়েমার), ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে প্রশ্নমালা পাইতে পারেন।

প্রশ্ন মালার ভূমিকায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতা এবং একটি উন্নয়নকামী দেশে নতুন সমাজ নির্মানে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টিতে ব্যর্থতার কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ভূমিকায় বলা হয়, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক হারে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ভূমিকায় আরও বলা হয়, সামাজিক চাহিদা পুরণে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও সামাজিক চাহিদার সংগে সম্পর্কহীনতা দুর না হইলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবশ্যই বিপদজনক।

এই অবস্থার সংশোধন করিয়া একটি সাক্ষর, কর্মমুখী সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য কতগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রশ্নমালা মোট পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। এইগুলি হইল: প্রাথমিক স্তর প্রস্তুতি পর্ব মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

প্রশ্নমালার ভূমিকা

শিক্ষার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য: আত্ম বিকাশ ও কর্মসংস্থান। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতি সংক্রান্ত

(৩য় পৃঃ পর)

এই দুইটি উদ্দেশ্যই দুঃখজনকভাবে ব্যাহত। শুধু অপচয় ও অসারতা নয় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একটি উন্নয়নকামী দেশে নূতন সমাজ নির্মাণে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে। শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা উহার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে নাই। প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়, ৫ম শ্রেণীতে তাহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও কমে দাঁড়ায়।

৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীতে আসিতে আসিতে সংখ্যা দাঁড়ায় অর্ধেকেরও কম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে শেষ পর্যন্ত ৩০ হইতে ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। দেশের সর্বমোট ৮০/৮২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কারিগরী শিক্ষার সুযোগ লাভ করে আনুমানিক মাত্র হাজার বিশেক ছাত্র-ছাত্রী।

যাহারা শিক্ষিত অর্থাৎ ১২ বছর বা ততোধিক সময় ধরিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাদের মধ্যে আনুমানিক ৪০ ভাগ লোক বেকার। ইহার প্রধান কারণ এ সব শিক্ষার সংগে কর্ম জগতের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। দেশ ও সমাজের জন্য মানব সম্পদের এমন অপচয় অত্যন্ত হতাশাজনক। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির অব্যবস্থা নৈরাজ্য ও সামাজিক চাহিদার সংগে শিক্ষার এই সম্পর্কহীনতা বিদূরিত না হইলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবশ্যই বিপজ্জনক।

একটি সাক্ষর কর্মমুখী সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ঢালাই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস আশু প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের ভিত্তিতে কতগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয় বস্তু, পদ্ধতি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি ব্যক্তি ও জাতির প্রয়োজনের উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় চারটি স্তর থাকিবে, যেমন: মৌলিক, প্রস্তুতি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তর। মৌলিক স্তরে নৈতিক মূল্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ এবং ক্রমান্বয় প্রস্তুতি স্তরে নাগরিকতা বোধ ও দায়িত্বশীলতা এবং প্রস্তুতিমূলক প্রাক বৃত্তি শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে। প্রস্তুতি স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। নবম ও দশম শ্রেণীতে এ্যাপ্রেন্টিসশীপ এবং ভোকেশনাল কোর্সের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা হয় তাহাদের পছন্দমত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরের দিকে যাইতে পারিবে অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় উচ্চতর কারীগরী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ পড়াশুনার সময়ের মধ্যেও কিছু উপার্জন করার দক্ষতা ও সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী পাঁচটি প্রধান শাখায় বিভক্ত থাকিবে।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, (খ) কারিগরী (গ) সাধারণ ও কারিগরী উভয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব যোগ্যতা অর্জন। (ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা (ঙ) নার্সিং।

এই ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে, স্কুলত্যাগী ও অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের জন্য কমিউনিটি শিক্ষাকেন্দ্র ও কমিউনিটি স্কুল প্রোগ্রাম স্থাপনের মাধ্যমে সাক্ষরতাসহ পাঁচটি বিভিন্ন পেশায় শিক্ষাদান। ফলে শুধু নিরক্ষরতা দূর নয়, বহু মানুষের কর্ম সংস্থানের সমস্যারও সমাধান হইবে।

এই প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মতামত যাচাই করার জন্য যে প্রশ্নমালা উপস্থাপিত হইয়াছে তাহার নমুনা আগামী কাল (বৃহস্পতিবার) প্রকাশিত হইবে। (অসমাপ্ত)